# ঢাবি ক্যাম্পাসে উৎসবের আমেজ

**ঢাবি প্রতিবেদক**
২১ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ এএম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে উৎসবের আমেজ। এ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল গতকাল বুধবার। শেষ দিনে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে সর্বমোট ২৮টি পদের বিপরীতে ৬৫৮ জন মনোনয়ন কিনলেও জমা দেননি ১৪৯ জন প্রার্থী। জমা পড়েছে ৫০৯টি ফরম। এ ছাড়া হল সংসদ নির্বাচনে ১৩ পদের বিপরীতে ১ হাজার ৪২৭টি মনোনয়নপত্র বিক্রি হলেও ৩১৮টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি। সব মিলিয়ে ৪১ পদের বিপরীতে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ৪৬৭ জন মনোনয়ন কিনে মনোনয়ন জমা দেননি। গতকাল রাতে ঢাবি জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এর আগে, বিকালে এক প্রেস ব্রিফিং ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনও একই তথ্য জানান।

৯টি পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা, অগ্রগতি নেই একটির

আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে আটটি প্যানেল বিভিন্ন নামে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে- গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’; বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল; ছাত্রশিবিরের ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’; বামধারার ছাত্র সংগঠনগুলোর জোট গণতান্ত্রিক ছাত্রজোটকে নিয়ে ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’; বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন (মাহির-বাহাউদ্দিন), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (বাসদ) ও ছাত্রলীগ-বিসিএল (বাংলাদেশ জাসদ) এই ৩ বাম সংগঠনের যৌথ প্যানেল ‘অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪’; ছাত্র অধিকার পরিষদের ‘ডাকসু ফর চেঞ্জ’; ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের ‘সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ’; বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক মাহিন সরকারের স্বতন্ত্র প্যানেল ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ’ এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে ‘স্বতন্ত্র

ঐক্যজোট'। এ ছাড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখ্য সমন্বয়ক এবি জুবায়ের ও জুলাই ঐক্যের সংগঠক মুসাদ্দেক আলী ইবনে মুহাম্মদ আংশিক স্বতন্ত্র প্যানেলের ঘোষণা দিলেও খুব একটা অগ্রগতি লক্ষ করা যায়নি।

হলভিত্তিক মনোনয়নপত্র জমার পরিসংখ্যান

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলে ৭০টি, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলে ৩১টি, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ৬২টি, জগন্নাথ হলে ৫৯টি, ফজলুল হক মুসলিম হলে ৬৫টি, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ৮১টি, রোকেয়া হলে ৪৫টি, সূর্যসেন হলে ৭৯টি, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে ৬৫টি, শামসুন নাহার হলে ৩৬টি, কবি জসীম উদ্দীন হলে ৭০টি, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে ৭৮টি, শেখ মুজিবুর রহমান হলে ৬৮টি, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে ৩৬টি, অমর একুশে হলে ৮১টি, কবি সুফিয়া কামাল হলে ৪০টি, বিজয় একাত্তর হলে ৭৬টি এবং স্যার এ এফ রহমান হলে ৬৭টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে।

সব প্যানেলের লক্ষ্য গ্রহণযোগ্যতা অর্জন

দেরিতে প্যানেল ঘোষণা করলেও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল তাদের প্যানেলে ক্যাম্পাসের পরিচিত মুখ এবং বিতর্কমুক্তদের ঠাঁই দিয়েছে। এর পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, জুলাই অভ্যুত্থানে আহত শিক্ষার্থী, আপ বাংলাদেশ, ইনকিলাব মঞ্চসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্যানেলে রেখেছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান থেকে উঠে আসা এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামে যুক্ত পরিচিত মুখ দিয়ে প্যানেল সাজিয়েছে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ।

বামপন্থি ছাত্রসংগঠনগুলোর সমন্বিত জোট গণতান্ত্রিক ছাত্রজোট তাদের জোটভুক্ত ৭ বামপন্থি, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক ছাত্রসংগঠনকে গুরুত্ব দিয়ে প্যানেল সাজিয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম পরিচিত মুখ এবং সদ্য জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে বহিষ্কৃত মাহিন সরকার ও স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংসদের আহ্বায়ক মো. জামাল উদ্দীন খালিদের নেতৃত্বে গঠিত সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলে বিভিন্ন পদে স্থান পেয়েছে চব্বিশের কোটা সংস্কার দাবির আন্দোলন থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে পরিচিত মুখ।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমার প্যানেলে ঠাঁই পেয়েছেন যারা, তারাও শিক্ষার্থীদের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য। যদিও এ প্যানেলের পূর্ণাঙ্গ ঘোষণা গতকাল পর্যন্ত হয়নি। জানা গেছে, আজ বৃহস্পতিবার এ প্যানেলের প্রার্থীদের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে।

শীর্ষ পদে প্রত্যাশী যারা

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্যানেল থেকে ভিপি হিসেবে আবিদুল ইসলাম খান, জিএস পদে তানভীর বারী হামিম এবং এজিএস পদে তানভীর আল হাদী মায়েদ রয়েছেন। অন্যদিকে প্রতিরোধ পর্ষদ থেকে ভিপি পদে লড়াই করবেন শামসুননাহার হল ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি, জিএস পদে ছাত্র ইউনিয়নের ঢাবি সভাপতি মেঘমল্লার বসু এবং এজিএস পদে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক জাবির আহমেদ জুবেল। শিবিরের 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট' প্যানেল থেকে ভিপি পদে প্রার্থী ঢাবি শিবিরের সাবেক সভাপতি সাদিক কায়েম, জিএস পদে শাখা শিবির সভাপতি এসএম ফরহাদ এবং এজিএস পদে শাখা শিবির সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন খান। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেল থেকে ভিপি পদে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ঢাবি শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, জিএস পদে কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার এবং এজিএস পদে প্রার্থী সংগঠনটির মুখপাত্র আশরেফা খাতুন লড়বেন। ছাত্র অধিকার পরিষদের ডাকসু ফর চেঞ্জ প্যানেলে ভিপি পদে লড়াই করবেন কেন্দ্রীয় সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা, জিএস পদে সাবিনা ইয়াসমিন এবং এজিএস পদে ঢাবি শাখার সদস্য সচিব রাকিবুল ইসলাম। স্বতন্ত্র ঐক্যজোট থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র ও সাবেক সমন্বয়ক উমামা ফাতেমা ভিপি পদে এবং জিএস বা এজিএস পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির বর্তমান সভাপতি মহিউদ্দিন মুজাহিদ মাহী কিংবা সমিতির সাবেক সভাপতি আল সাদী ভূঁইয়ার নাম রাখা হতে পারে।

এদিকে সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেল থেকে ভিপি প্রার্থী হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংসদের আহ্বায়ক মো. জামাল উদ্দীন খালিদ, জিএস পদে সাবেক সমন্বয়ক মো. আবু সায়াদ বিন মাহিন সরকার এবং এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ফাতেহা শারমিন এ্যানি।

ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের প্যানেল থেকে ভিপি পদে ইয়াছিন আরাফাত, জিএস পদে খায়রুল আহসান মারজান এবং এজিএস পদে সাইফ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন লড়বেন। এদিকে অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪ প্যানেল থেকে ভিপি পদে মো. নাইম হাসান হৃদয়, জিএস পদে এনামুল হাসান অনয় এবং এজিএস পদে দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী অদিতি ইসলাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

সংগঠনের প্যানেল থেকে আলাদা হয়ে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের কেন্দ্রীয় মুখ্য সংগঠক তাহমিদ আল মুদ্দাসসির চৌধুরী তার স্ত্রী নাফিসা ইসলাম সাকাফিকে সঙ্গে নিয়ে ডাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ে নামছেন। গতকাল দুপুরে ডাকসু নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়ন ফরম জমা দেন তারা। পরে সাকাফিকে সঙ্গে নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থিতা ঘোষণা করেন তাহমিদ। তিনি বলেন, ডাকসুতে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে প্যানেল দেওয়া হচ্ছে। তবে যারা মনে করছেন, প্যানেলের বাইরে থেকেও নির্বাচনে জেতার সক্ষমতা আছে, তারা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

একাধিক সূত্রে জানা যায়, দলীয় প্যানেল থেকে এজিএস পদে প্রার্থিতা চেয়েছিলেন তাহমিদ। কিন্তু পছন্দমতো পদ না পাওয়ায় স্বতন্ত্রভাবেই এজিএস পদে নির্বাচন করবেন তিনি। এ বিষয়ে সংগঠনটির সদস্যসচিব জাহিদ আহসানের পাঠানো এক বার্তায় বলা হয়, যেসব নেতাকে এ প্যানেলে স্থান করে দেওয়া সম্ভব হয়নি, তাদের ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থী হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এটা সংগঠনের ভাঙন বা বিভক্তি নয়।

এদিকে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের আরেক নেত্রী রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তঞ্চঙ্গ্যা গত ১৮ আগস্ট পদত্যাগ করে ডাকসুতে স্বতন্ত্রভাবে প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ের ঘোষণা দেন।